১৫-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – ভালোভাবে পড়াশুনা করে তার প্রমাণ দাও। সেবা করে অন্যদেরকেও যোগ্য বানাও। তাহলেই উঁচু পদের অধিকারী হবে।

প্রশ্ন:- এই বেহদের স্কুলে কারা প্রশংসিত হয়?

উত্তর:- যে নিজে ভালো ভাবে পড়াশুনা করে এবং অন্যকেও নিজের সমান বানানোর সেবা করে, আধ্যাত্মিক উপার্জনে ব্যস্ত থাকে, কেবল অন্যকে দেখেই খুশি হয় না, উপরন্তু মাতা-পিতার সমান সেবা করে তাঁদের সিংহাসনে বসে - সেইরকম বাচ্চারা মাতা-পিতা এবং অনন্য বাচ্চাদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। যে নিজের সময়কে অপচয় করে, পড়াশুনায় মনোযোগ দেয় না, মাতা-পিতাকে অনুসরণ করে না, তাদের ওপর করুণা হয়। ওরা উঁচু পদ পাবে না। ওরা কেবল কমপ্ল্যান (অভিযোগ) করে যে আমার যোগ লাগে না।

গীত:- ধৈর্য ধর রে মন...

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে, শ্রীমৎ অনুসারে চললেই সুখের দিন আসবে। যত শ্রীমৎ অনুসারে চলবে ততই শ্রেষ্ঠ হবে। কারণ, শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠাচারী তো সকলেই হবে, কিন্তু যে সঠিকভাবে শ্রীমৎ অনুসারে চলবে সে খুব ভালো শ্রেষ্ঠাচারী হবে। পড়াশুনার ক্ষেত্রেও কেউ ভালো ভাবে পড়ে এবং কেউ কম পড়াশুনা করে কিংবা একেবারেই পড়ে না। যারা পড়াশুনা করে না তাদেরকে খারাপ বলা হয়। এই পড়াশুনাতেও কেউ ভালো ভাবে পড়ে এবং অন্যকেও সেইরকম যোগ্য বানায়। কেউ কেউ তো একদম মনোযোগ দেয় না। বাচ্চারা এটাও বোঝে যে, যদি আমরা কোনো বিষয় ভালো ভাবে পড়ি তাহলে সেইরকম যোগ্য হব, নাহলে অযোগ্য হয়ে যাব। যে যোগ্য হবে সে নিশ্চয়ই ভালো পদ পাবে। তোমরাও সুখধামের জন্য এই পড়া পড়ছ। তারপর সেখানেও ক্রমানুসারে পদ প্রাপ্তি হবে। মানুষ একটু ভালো পদ পাওয়ার জন্য কত চেষ্টা করে। ওটা হল ক্ষণিকের কাক-বিষ্ঠা সম সুখ। এখানে তো অসীম সুখ পাওয়া যায়। যে সন্তান শ্রীমৎ অনুসারে চলবে, সে-ই অসীম সুখ পাবে এবং ব্রাহ্মণ কুলেও তার নাম সুপ্রসিদ্ধ হবে। বাচ্চাদের প্রতি বাবার নির্দেশ হল - সেবা করে অন্যদেরকেও উঁচু পদের প্রাপ্তি করালে তোমার পদও উঁচু হয়ে যাবে। ভালো ভাবে পড়াশুনা করে বাবার কাছে তার প্রমাণ দিতে হবে। বাবা, আমি এতজনকে বাবার পরিচয় দিয়েছি। প্রদর্শনীতেও তোমরা প্রথমে বাবার পরিচয় দিয়ে থাক। পরিচয় দেওয়ার পর তাদেরকে দিয়ে লিখিয়ে নাও। বোঝানো খুবই সহজ ব্যাপার। দুইরকম বাবা হয় - লৌকিক এবং পারলৌকিক। লৌকিক বাবার কাছ থেকে সীমিত উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, যাকে কাক-বিষ্ঠা সম সুখ বলা হয়। বেহদের বাবা বেহদ (অসীম) উত্তরাধিকার দেন, স্বর্গের মালিক বানান। তাই বাচ্চাদেরকেও সেবা করে নিজের সমান বানাতে হবে। শুধু বাবাকে স্মরণ করলেই হবে না, তাঁর মতো সেবাও করতে হবে। কেবল কৃষ্ণ অথবা অন্য কাউকে স্মরণ করা, কিন্তু তাদের মতো গুণ ধারণ না করা - এটা কোনো কাজের কথা নয়। এর দ্বারা কোনো ফল পাওয়া যায় না। ভক্তিমার্গে দেবতাদেরকে স্মরণ করতে করতে অধঃপতিত হয়েছে। এখন মাম্মা-বাবাও সদগতি করার সেবাতে রত আছেন। যে মা-বাবার মত সেবা করে, সে-ই মা-বাবার সত্যিকারের সন্তান। নাহলে তাদেরকে দুর্বল বলা হবে। বাবাও তখন-ই খুশি হবেন, যখন তিনি দেখবেন যে আমার প্রিয় সন্তান

আমার মতো সেবা করছে। লৌকিকেও যে বাচ্চা ভালো ভাবে পড়াশুনা করে, সে বাবার হৃদয়ে স্থান পায়, ভালো উপার্জন করে। এখানেও তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক উপার্জন করতে হবে। কেবল অন্যকে দেখে খুশি হলে চলবে না। পড়াশুনা করে এবং অন্যকে পড়িয়ে উঁচু পদ পেতে হবে। তবেই মা-বাবা এবং অনন্য বাচ্চারা তার প্রশংসা করবে। এটা হল বেহদের স্কুল। হাজার হাজার স্টুডেন্ট এখানে পড়াশুনা করে। যে ভালো ভাবে পড়ে না, সে নিজেও বুঝতে পারে যে আমার ঠিক মতো যোগ লাগে না। সেই বাচ্চা বাবার হৃদয়ে স্থান পায় না। যেহেতু সন্তান হয়েছ, তাই মা-বাবা তো প্রতিপালনও করেন, তাই না? কিন্তু তা সত্ত্বেও বাবা বোঝাচ্ছেন, মা-বাবা এবং অনন্য সন্তানদেরকে ফলো করো। অনেক সেবা করতে হবে। ঐরকম সোশ্যাল ওয়ার্কার তো কোটি কোটি রয়েছে। কিন্তু তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে হবে। যদি জ্ঞান থাকে তাহলে। নয়তো বুঝতে হবে যে পুরো জ্ঞান নেই। জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞানতা বেশি থাকার জন্য পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়, উঁচু পদ পায় না। বাবার করুণা হয়। এই পড়াশুনাতে পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। পুরুষার্থ না করলে উত্তীর্ণ হতে পারবে না। কেউ দুই-তিন বার ফেল করলে নিজের সময়কে অপচয় করে। তাই যে কম পড়াশুনা করে তার উচিত যারা ভাল পড়াশুনা করে তাদেরকে সম্মান করা। কারণ সে তখন বড় ভাই-বোন হয়ে যায়। মাম্মা-বাবার মত সেবা করে। যারা ভালো সার্ভিস করে তাদেরকে সব জায়গায় ডাকে। তাই বুঝতে হবে যে, কেন না আমি পুরুষার্থ করে এইরকম হব, অন্যদেরকেও নিজের সমান বানাব। বেহদের বাবার পরিচয় দিয়ে বলতে হবে যে কিভাবে তাঁর কাছ থেকে বেহদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই বেহদের বাবা হলেন জন্ম-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে এবং সদা সুখদায়ী। দুইজন বাবা আছেন। একজন হলেন আত্মাদের পিতা, এবং অন্যজন অলৌকিক পিতা। তাই তোমরা বাপদাদা বলো। লৌকিক সম্মন্ধেও বাপদাদা থাকেন। ইনি হলেন পারলৌকিক বাপদাদা। লৌকিক বাবার কাছ থেকে অল্পকালের জন্য সুখ পাওয়া যায়। কিন্তু পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে তোমরা ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার পাচ্ছ। লৌকিক বাবার কাছ থেকে প্রত্যেক জন্মেই অল্পকালের সুখের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। প্রত্যেক জন্মেই আলাদা আলাদা বাবা পাওয়া যায়। কিন্তু এখানকার উত্তরাধিকার সত্য এবং ত্রেতাযুগে ২১ জন্ম ধরে চলে। হয়তো আলাদা আলাদা বাবা প্রাপ্ত হবে, কিন্তু আমরা তো সুখধামেই থাকি। তারপর দ্বাপর থেকে মায়ার রাজত্ব শুরু হয় এবং আমরা ক্রমশ নিচে নামতে থাকি। এটা বুদ্ধিতে থাকতে হবে। যখন নীচে নামতে থাকে তখন জলদি জলদি জন্ম নেয়। অর্ধেক কল্প ধরে ২১ জন্ম নেয়, আর বাকি অর্ধেক কল্পে ৬৩ জন্ম কেন? পতিত হওয়ার জন্য দ্রুত নীচে নামতে থাকে। যখন বাবা আসলেন, তখন আমরা একেবারে নীচে নেমে গেছিলাম। এখন তোমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ হয়েছ। হয়তো তোমাদের কলিযুগের সাথে যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু নিজেকে সঙ্গমযুগী বলে মনে কর। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে পরমধামের মালিক বানাচ্ছেন। গৃহস্থে থাকা সত্ত্বেও তোমরা বোঝ যে ওরা কলিযুগে রয়েছে আর আমরা সঙ্গমযুগে আছি। ওরা হল বিকারী সারস, আর আমরা হলাম নির্বিকারী হাঁস। বাইরে থেকে দেখাতে হবে না। অন্তর্যামী বাবা অন্তরকে জানেন। বাবা বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, কোনো পাপ কর্ম কোরো না। কথিত আছে, এক টাকার চোর আর লাখ টাকার চোর সমান। একবার চুরি করলে এক-দুই বছর তার ওপর সন্দেহ থেকে যায়। সেই সন্দেহ মিটে যাওয়া খুবই মুস্কিল। তাই এইরকম কাজ করার কি দরকার? মায়া এইরকম কাজ করায়। মায়া মাথা মুড়িয়ে দেওয়ার পরে স্মৃতিতে আসে যে আমি এটা কি করেছি? তখন বাবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন- ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এরপরে আর করো না। এটাও ভাল যে ভুলটা বলে দিয়েছ। নাহলে বেড়ে যেত। পত্রতে বাবাকে লেখে - আমি ক্রোধ করেছি, মুখ কালো করে দিয়েছি। নিজের এবং

স্ত্রী-র দুইজনের-ই করেছি। প্রত্যুত্তরে বাবা লেখেন - বাবার বাচ্চা হয়ে, প্রতিজ্ঞা করার পরেও মুখ কালো করেছ, ব্রাহ্মণ কুলে কলঙ্ক লাগিয়েছ, তাই শাস্তি পেতে হবে। এটা হল উঁচুর থেকেও উঁচু ব্রাহ্মণ কুল। দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। তোমরা ব্রাহ্মণরা ভারতকে পতিত থেকে পবিত্র বানাও। তোমরা সত্য এবং ত্রেতাযুগে ২১ জন্ম ধরে রাজত্ব করেছিলে। তখন তোমরা সুন্দর ছিলে। তারপর ৬৩ জন্ম ধরে কাম-চিতায় বসে কালো অর্থাৎ শ্যাম হয়ে গেছ। কথিত আছে, সাগরের সন্তানরা কাম-চিতায় বসে মারা গিয়েছিল। তারপর সাগর যখন জ্ঞানের বর্ষা করল তখন তারা জেগে উঠল। গোরা হয়ে গেল। কৃষ্ণের আত্মাকে তো অবশ্যই ৮৪ জন্ম নিতে হবে। ২১ জন্ম সুন্দর এবং ৬৩ জন্ম শ্যাম। বর্তমানে তার পা পুরাতন দুনিয়ার দিকে এবং মুখ নুতন দুনিয়ার দিকে আছে। যে নম্বর ওয়ান পূজ্য ছিল, সে-ই নম্বর ওয়ান পূজারী হয়ে এখন লাস্ট নম্বরে আছে। নিজেই পূজারী হয়ে নারায়ণের পূজা করত। এখন সে-ই পূজ্য নারায়ণ হচ্ছে। একেই ফার্স্ট নম্বরে যেতে হবে। ব্রহ্মার দিন হল স্বর্গ এবং ব্রহ্মার রাত হল নরক। শিববাবা রাতকে দিন বানানোর জন্য আসেন। এখন অর্ধেক কল্প ব্যাপী এই রাত সমাপ্ত হয়ে দিন শুরু হচ্ছে। মুখে শিবরাত্রি বললেও শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণের নামে বলে দিয়েছে যে কৃষ্ণের জন্ম রাত্রে হয়েছে। কিন্তু এই কথাটা আসলে শিববাবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শিববাবার তো তিথি-তারিখ-বেলা কিছুই জানা নেই যে তিনি কখন এসেছেন। কৃষ্ণের বেলা রয়েছে। সে পুনর্জন্ম নেয়। শিববাবা তো হঠাৎ করে এসে নিজের পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। কখনো কখনো তো বোঝাই যায়নি যে কে এসেছে? কে কথা বলছে? পরবর্তী কালে বোঝা গেছে যে ইনি হলেন শিববাবা, জ্ঞানের সাগর। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণু পুরী স্থাপন করেন। ব্রহ্মা এখানেই আছে। কৃষ্ণপুরীও এখানেই। লক্ষ্মী-নারায়ণের সিংহাসনের পেছনে বিষ্ণুর ছবি থাকে। কিন্তু কোনো জ্ঞান থাকে না। যেমন গভর্নমেন্টের ত্রিমূর্তির চিত্র রয়েছে। এইগুলো সব বোঝার বিষয়। বাচ্চারা বেশি কিছু বুঝতে পারে না। কিন্তু লৌকিক এবং পারলৌকিক পিতার মধ্যে পার্থক্যটা তো বুঝতে পার। হে পতিত-পাবন, হে দয়াময়, হে দুঃখহর্তা-সুখকর্তা... -ইত্যাদি বলে তাঁকে স্মরণ করা হয়। সত্যযুগে কেউ স্মরণ করে না। এখানেই বাবা সকল মনস্কামনা পূর্ণ করে দেন। সত্যযুগে এত অসীম ধন-সম্পদ পাবে যে সেখানে কোনো পরিশ্রম করতে হবে না। তোমাদেরকে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। যে চলে না, সে হল অনাথ। ওদেরকে সারস বলা হয়। হাঁসকে সারসদের সাথেও থাকতে হয়। গৃহস্থে তো থাকতেই হবে। তাই রিপোর্ট আসে যে ভাই ঝগড়া করে, অমুক ব্যক্তি ঝগড়া করে। এই দুনিয়ায় তো কেবল ঝগড়া আর ঝগড়া। পবিত্রতার জন্যও ঝগড়া হয়। খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও নিয়ম পালন করতে হয়। এটা অনেকের কাছেই একটা সমস্যা হয়ে যায়। বাবা কত করে বোঝান যে স্মরণে থেকে খাবার খাও। কিন্তু নির্দেশ পালন করে না। অভ্যাস করতে হবে। তোমরা হলে শক্তি সেনা, যারা পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানিয়ে দেয়। স্মরণের দ্বারা পাপ নাশ হয়। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তাই কোটির মধ্যে কয়েকজন বেরিয়ে আসে। পুরুষার্থ করতে করতেও ফেল হয়ে যায়। আশ্চর্য হয়ে বাবার বাচ্চা হল, বাবা-বাবা বলতে থাকল। কিন্তু তারপরে যদি শ্রীমৎ অনুসরণ না করে তাহলে পড়ে যাবে এবং ছেড়ে চলে যাবে। মায়া আকর্ষণ করে, তাই বাবাকে ত্যাগ করে চলে যায়। আগের কল্পে যা হয়েছিল, সেটাই আবার রিপিট হবে। পরিশ্রম করতে হবে। যে শ্রীমৎ অনুসারে চলবে, সে-ই ধারণা করতে পারবে। মাম্মা-বাবা বলে ডেকেও যারা তাদেরকে ফলো করবে না, তাদের দুর্গতি হবে। অর্থাৎ কম পদ পাবে। যে পড়াশুনা করবে তার সামনে যে পড়াশুনা করবে না সে মাথা নোয়াবে। চাকর-বাকর হবে। যে ব্রাহ্মণ হবে না, সে প্রজাদের মধ্যেও অতি সামান্য পদ পাবে। অন্য কোনো ধর্ম স্থাপক রাজত্ব স্থাপন করে না। বেহদের বাবা-ই ভবিষ্যতের জন্য রাজত্ব স্থাপন করেন। পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা এখন ফুলের মতো

হচ্ছ। যারা বিকারের বশীভূত হয়, তারা কাঁটা হয়ে যায়। আদি-মধ্য-অন্ত একে অন্যকে দুঃখ দেয়। এটা হল কাঁটার দুনিয়া। সঙ্গমযুগে তোমরা এখন ফুল হচ্ছ। সত্যযুগ হল ফুলের বাগান। এটা হল কল্যানকারী সঙ্গমযুগ বা কুম্ভ। আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন হয়। তোমরা এখন জানো যে আমরা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। রাজত্ব প্রাপ্তির মধ্যে মজা আছে। যদি ভাগ্যে থাকে তাহলে হবে - এইরকম কথা বলে কি লাভ? বেহদের বাবার পরিচয় দিতে হবে। তোমাদের অনুভব রয়েছে। সার্ভিস তো করতেই হবে। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস কর যে আমি কতজনের সেবা করেছি। যদি জ্ঞান থাকে তাহলে সেবাতেও নিযুক্ত হতে হবে। জ্ঞান না থাকলে সেবাও করতে পারবে না এবং উঁচু পদও পাবে না। ভাগ্যে না থাকলে পুরুষার্থও করে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার নির্দেশকে বাস্তবায়িত করতে হবে। খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিয়ম পালন করতে হবে। স্মরণে থেকে খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

২) মাতা-পিতার মতো সেবা করতে হবে। বড়দেরকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। রুহানি সোশ্যাল ওয়ার্কার হয়ে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে।

বরদান:- সর্বশক্তিমান বাবার সহায়তার স্মৃতি দ্বারা সর্বদা সফলতার অনুভব করতে থাকা কম্বাইন্ড রূপধারী হও।

সর্বশক্তিমান বাবাকে সাথী বানিয়ে নিলে শক্তিগুলো সর্বদা সাথে থাকবে। আর যেখানে সর্বশক্তি রয়েছে সেখানে সফলতা থাকবে না - এটা তো অসম্ভব। কিন্তু যদি বাবার সাথে কম্বাইন্ড থাকার মধ্যে কোনো কমতি থাকে, মায়া যদি কম্বাইন্ড রূপকে আলাদা করে দেয়, তাহলে সফলতাও কম হয়ে যায়। পরিশ্রম করলে তবে সফলতা পাওয়া যায়। কিন্তু সফলতা তো মাস্টার সর্বশক্তিমানের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে।

স্লোগান:- যদি সকলের আশীর্বাদ পেতে চাও তাহলে "হাঁ জী" বলতে থাকো এবং সহযোগের হাত বাড়িয়ে দাও।